TRIPURA STATE COMMISSION FOR WOMEN

ফোন নং ঃ (০৩৮১) ২৩২ ৩৩৫৫
২৩২ ২৯১২

ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশন

মেলারমাঠ ❑ আগরতলা ❑ পশ্চিম ত্রিপুরা ❑ পিন - ৭৯৯ ০০১

রেফ নং ঃ

তারিখ ঃ 4-11-09

প্রেস রিলিজ
মহিলা কমিশন

(১)

গত ২৭ আগষ্ট কেন্দ্রীয় সরকারের ক্যাবিনেটে ভারতের ত্রি-স্তর পঞ্চায়েতের সর্বমোট দুইলক্ষ বাহান্ন হাজার আসনের পঞ্চাশ শতাংশ মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। লোকসভার আগামী শীতকালীন অধিবেশনে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে এই সিদ্ধান্ত আইনে রূপান্তরিত হলে এবং পরবর্তী সময়ে আইনটি কার্যকরী হলে ভারতবর্ষের প্রায় চৌদ্দ লক্ষ মহিলা স্থানীয় সরকারে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন। সিদ্ধান্তটি নিঃসন্দেহে অভিনন্দন যোগ্য। তৃণমূল স্তরে মহিলা ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্ত নিশ্চিতভাবেই একটি প্রগতিশীল পদক্ষেপ যদিও ইতিমধ্যে বেশ কিছু রাজ্যে, পঞ্চাশ শতাংশ সংরক্ষণ না থাকা সত্বেও নির্ধারিত এক-তৃতীয়াংশ আসনের চেয়ে অনেক বেশী আসনেই মহিলারা জয়ী হয়ে স্থানীয় সরকারে অংশগ্রহণ করছেন। ত্রিপুরায়ও সদ্য সমাপ্ত পঞ্চায়েত নির্বাচনে চল্লিশ শতাংশেরও বেশী আসনে মহিলারা জয়ী হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে যে কথাটা বলা প্রয়োজন তা হল পঞ্চায়েত স্তরে মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ বাড়ানোর সিদ্ধান্তটি তাদের প্রতি কোন দাক্ষিণ্য নয়। এক-তৃতীয়াংশ সংরক্ষণের সুযোগ পেয়ে ১৯৯৪ সাল থেকে পনেরো বছর ধরে পঞ্চায়েতে কাজ করার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে মহিলারা যে ক্ষমতা আয়ত্ত করেছেন, যে কর্মনিষ্ঠা দেখিয়েছেন এবং সবচেয়ে বড় কথা বেশীরভাগ মহিলাই দুর্নীতি থেকে মুক্ত থেকে যেভাবে সততা ও আত্মবিশ্বাসের সংগে কাজ করে চলেছেন তার স্বীকৃতি হিসাবে আরও আগেই তাদের জন্য পঞ্চাশ শতাংশ আসন সংরক্ষণ করার প্রয়োজন ছিল। জাতীয় নেতৃত্ব একথা নিশ্চিতভাবেই অনুধাবন করেছেন যে মহিলারা বেশী সংখ্যায়

(২)

4-11-09

TRIPURA STATE COMMISSION FOR WOMEN

ফোন নং ঃ (০৩৮১) ২৩২ ৩৩৫৫
২৩২ ২৯১২

ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশন

মেলারমাঠ □ আগরতলা □ পশ্চিম ত্রিপুরা □ পিন - ৭৯৯ ০০১

তারিখ ঃ

রেফ নং ঃ

পঞ্চায়েতে এলে ভারতবর্ষে গ্রামোন্নয়নের কাজটি সঠিক দিশায় এগিয়ে যেতে পারবে। মাত্র এক-তৃতীয়াংশ সংরক্ষণের জোরেই মহিলারা পঞ্চায়েতের কাজে যতখানি সাফল্য আনতে পেরেছেন, পঞ্চাশ শতাংশ সংরক্ষণ হলে আরও বেশী সংখ্যক মহিলার কর্মকুশলতা যে সার্বিকভাবে গ্রমোন্নয়নে আরও অনেক বেশী সাফল্য আনবে, একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। তাই পঞ্চায়েতে মহিলাদের জন্য অর্ধেক আসন সংরক্ষণ শুধু যে তাদের প্রাপ্য তা নয় , গ্রাম ভারতের উন্নয়নের স্বার্থে যুক্তিযুক্তও।

এই পরিপ্রেক্ষিতে সাম্প্রতিক সময়ে যে বিষয়টি লক্ষ্য করে কমিশন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন তা হল গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে মহিলা জনপ্রতিনিধিদের উপর আক্রমণের ঘটনা। গত ২-১১-০৯-এ মনুবাজারে গিয়ে এরকমই একটি আক্রমণের ঘটনা তদন্ত করেছেন মহিলা কমিশনের সভানেত্রী ডঃ তপতী চক্রবর্তী ও সদস্য শ্রীমতি নিভা দেববর্মণ। মনুবাজার গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শ্রীমতি প্রতিমা দাস (পাল) কমিশনের কাছে বলেন যে ২৯-১০-০৯ তারিখ মনুবাজার গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩নং এবং ৪নং ওয়ার্ডের গ্রাম সংসদ ডাকা হয়েছিল। অ্যাজেন্ডা ছিল নতুন পুকুর কাটা, পুরোনো পুকুর সংস্কার, পানের বরজ এবং ইন্দিরা আবাস যোজনায় ঘর ইত্যাদি সুযোগের প্রাপক নির্বাচন করা। পঞ্চায়েত আইন অনুযায়ী গ্রাম সংসদ ডেকে সুযোগের প্রাপক নির্বাচন খুবই গনতান্ত্রিক পদ্ধতি। ৩নং ওয়ার্ডের জন্য একটি ঘরের বন্টন নিয়ে সংসদ সভায় সেদিন কোন ঝামেলাই হয়নি। ঘরের দাবিদার দুজন থাকলেও তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে এবারে কে ঘর নেবেন তা ঠিক করে নেন। কিন্তু ঝামেলা বাধে ৪নং ওয়ার্ডের জন্য ঘর বন্টন নিয়ে । ৪নং ওয়ার্ডের জন্য একটি ঘর বরাদ্দ ছিল এবং তা ছিল তপসিল জাতি সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত। গ্রাম সংসদের সভায় ঘরের দাবিদার ছিলেন ৪জন। এনিয়ে সভায় প্রথমে কথা কাটাকাটি

৭-১১-০৯

TRIPURA STATE COMMISSION FOR WOMEN

ফোন নং ঃ (০৩৮১) ২৩২ ৩৩৫৫
২৩২ ২৯১২

ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশন

মেলারমাঠ ❑ আগরতলা ❑ পশ্চিম ত্রিপুরা ❑ পিন - ৭৯৯ ০০১

রেফ নং ঃ তারিখ ঃ

এবং এর থেকে শুরু হয় চরম বিশৃঙ্খলা। তখন পঞ্চায়েত প্রধান শ্রীমতি প্রতিমা দাস এগিয়ে যান বিশৃঙ্খলা থামানোর জন্য। তখনই পঞ্চায়েতের উপপ্রধান নিতাই চন্দ্র সাহা , সদস্য ক্ষিতিশ পাল ও শ্যামল চৌধুরী তিনজনই প্রধানকে অশালীন ভাষায় গালিগালাজ শুরু করেন এবং সদস্য শচীন্দ্র পালের ছেলে প্রভাস পাল প্রধানের মুখ লক্ষ্য করে ঘুষি মারতে এগিয়ে আসে। ঘুষিটি প্রধানের মুখে না লেগে প্রচন্ড জোরে আঘাত করে তার হাতে। তার শাড়ির আঁচল ধরেও টানতে শুরু করে প্রভাস পাল। এ অবস্থায় পঞ্চায়েত সদস্য শ্রীমতি শিপ্রা পাল ও সাধন পাল এবং রতন ঘোষ ও বিজন সাহা তাকে এসে রক্ষা করেন এবং ওদের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যান।

পঞ্চায়েত সদস্য ক্ষিতিশ পালের ছেলে প্রভাস পাল পেশায় ব্যবসায়ী কিন্তু সে সর্বদাই পঞ্চায়েতের কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করে থাকে। এমনো হয়েছে যে পঞ্চায়েত সদস্যদের মিটিং-এ ক্ষিতিশ পাল নিজে না আসতে পারায় তার ছেলে প্রভাস পালকে মিটিং-এ থাকার জন্য পাঠিয়েছেন। কিন্তু পঞ্চায়েতের প্রধান শ্রীমতি প্রতিমা দাস সদস্যদের সভায় প্রভাস পালকে উপস্থিত থাকার অনুমতি দেননি।

উল্লেখ্য যে মনুবাজার গ্রাম পঞ্চায়েতের ৯জন সদস্যের মধ্যে ৬জন কংগ্রেস দলের এবং ৩জন সিপিআই(এম) দলের প্রতিনিধি। যেহেতু প্রধানের পদটি তপসিলী জাতির জন্য সংরক্ষিত সে কারণে একমাত্র তপসিলী জাতি প্রতিনিধি শ্রীমতি প্রতিমা দাস (পাল)কে প্রধান করতে হয়েছে। শ্রীমতি দাস কল্পনাও করতে পারননি যে গ্রাম সংসদের সভায় তাকে এভাবে হেনস্তা হতে হবে। এই ঘটনায় তিনি ভীষনভাবে মর্মাহত হয়ে আছেন।

4-11-09

TRIPURA STATE COMMISSION FOR WOMEN

ফোন নং ঃ (০৩৮১) ২৩২ ৩৩৫৫
২৩২ ২৯১২

ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশন

মেলারমাঠ ▫ আগরতলা ▫ পশ্চিম ত্রিপুরা ▫ পিন - ৭৯৯ ০০১

রেফ নং ঃ

তারিখ ঃ

বিগত ১৮/৮/০৯-এ সোনামুড়ার বেজিমারা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান শ্রীমতি নিলুফা বেগম (সিপিআই(এম) দলের) নবনির্বাচিত পঞ্চায়েত প্রধানের (কংগ্রেস দলের) হাতে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে গেলে নবনির্বাচিত প্রধান এবং তাঁর সঙ্গে থাকা ব্যাক্তিরা খুবই অশালীন আচরণ করেন। মহিলা কমিশন থেকে সদস্য শ্রীমতি রাজলক্ষী দেবী এই ঘটনার সত্যতা তদন্ত করে দেখেছেন। অতি সম্প্রতি আমতলির বেলাবর পঞ্চায়েতের সদস্য শ্রীমতি মীরা দে'র ওপর আক্রমণ করে তাকে আহত করা হয়। কমিশন সদস্য শ্রীমতি নিভা দেববর্মণ জিবিপি হাসপাতালের ফিমেল সার্জিকেল ওয়ার্ডে গিয়ে তার সঙ্গে কথা বলে ঘটনার বিবরণ জানতে পারেন। দক্ষিণ বাগমা পঞ্চায়েতের মহিলা উপপ্রধানের সাথেও একই আচরণ করা হয়েছে বলে সম্প্রতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে।

মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য দেশজুড়ে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। মহিলা ক্ষমতায়ন সুনিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি, প্রচারাভিযান ও সচেতনতা শিবির সংগঠিত করার বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।কিন্তু এটা অত্যন্ত দুঃখের যে রাজনৈতিক দলের ভিন্নতার জন্য মহিলা জনপ্রতিনিধিরা আক্রান্ত হয়ে চলেছেন। গণতন্ত্রে রাজনৈতিক মতামতের বিভিন্নতা থাকাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু রাজনৈতিক মতভেদের কারণে মহিলা জনপ্রতিনিধিদের ওপর সংঘটিত উপরোক্ত ঘটনাবলি মহিলাদের ক্ষমতায়নের সমস্ত উদ্যোগকেই অর্থহীন করবে। মহিলা কমিশন রাজনৈতিক দল নির্বিশেষে মহিলা জনপ্রতিনিধিদের উপর যে কোন ধরণের আক্রমণ বা অশালীন আচরণ থেকে বিরত থাকার জন্য সকলের কাছে বিনম্র আবেদন রাখছে। মহিলা ক্ষমতায়নের কাজটিকে সর্বাবস্থায় দল এবং মতের উর্ধে রাখা হোক।

4-11-09

ফোন নং ঃ (০৩৮১) ২৩২ ৩৩৫৫
২৩২ ২৯১২

ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশন

মেলারমাঠ □ আগরতলা □ পশ্চিম ত্রিপুরা □ পিন - ৭৯৯ ০০১

রেফ নং ঃ

তারিখ ঃ 4-11-09

(২)

বিগত ১৭/১০/০৯, দীপাবলির রাত্রিতে সিধাই থানার অন্তর্গত আমগাছিয়া গ্রামে সংঘটিত ডাইনী হত্যার ঘটনাটি আমাদের মধ্যযুগীয় বর্বরতার ঘটনাকে স্মরণ করায়। ঐ গ্রামেরই ভানু মুন্ডা তার মা পারুল মুন্ডাকে ডাইনী সন্দেহে খুন করে মাটি চাপা দিয়ে রেখে দেয়।

গত ২/১১/০৯'র স্থানীয় দৈনিক পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে ৩/১১/০৯ তারিখে মৃতার বাড়ীতে তদন্তে গিয়ে মৃতার পক্ষাঘাতগ্রস্থ স্বামী, আন্যান্য ছেলে ও ভানু মুন্ডার স্ত্রীর কাছ থেকে ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারেন মহিলা কমিশনের সহ-সভানেত্রী শ্রীমতি শিউলি দেববর্মা।

সিধাই আমগাছিয়া গ্রামের অনিল মুন্ডা ও পারুল মুন্ডার ছয় ছেলে। মাতৃহন্তারক ভানু মুন্ডা তাঁদের দ্বিতীয় ছেলে। গত ১৭/১০/০৯ কালী পূজার দিন সন্ধ্যার পর থেকে কয়েকদিন যাবৎ বাড়ীর লোকজনেরা পারুল মুন্ডাকে খুজে পাচ্ছিলেন না। ঐ দিন তিনি কাউকে না জানিয়ে কোথাও চলে গিয়েছিলেন। কিছুদিন এখানে সেখানে খোজাখুজির পর গত ৩০/১০/০৯ তারিখে তার অন্যান্য ছেলেরা এবং বৌমারা বাড়ী থেকে দূরে জঙ্গলের এক জায়গায় মাটির নীচে চাপা দেওয়া অবস্থায় মৃতার হাতের একাংশ দেখতে পান। পুলিশে খবর দেবার পর পুলিশ এসে সেখান থেকে পারুল মুন্ডার শবদেহ বের করে। ভানু মুন্ডা পুলিশের কাছে স্বীকার যে সেই তার মাকে ডাইনী সন্দেহে খুন করে মাটি চাপা দিয়ে

4-11-09

TRIPURA STATE COMMISSION FOR WOMEN

ফোন নং ঃ (০৩৮১) ২৩২ ৩৩৫৫
২৩২ ২৯১২

ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশন

মেলারমাঠ ◻ আগরতলা ◻ পশ্চিম ত্রিপুরা ◻ পিন - ৭৯৯ ০০১

রেফ নং ঃ তারিখ ঃ

রেখেছিল। কারণ তার তিনটি সন্তান জন্মাবার পরেপরেই মারা যাবার জন্য নিজের মাকে সে ডাইনী সন্দেহ করত।

স্ত্রীর শোকে মুহ্যমান পারুলের ৭০ বছর বয়সের পক্ষাঘাতে পঙ্গু স্বামী অনিল মুন্ডা । তিনি এতটাই মর্মাহত যে কমিশনের কাছে ছেলে ভানু মুন্ডার মৃত্যুদন্ড প্রার্থনা করেছেন। বিছানায় শুয়ে চোখের জলের সঙ্গে কমিশন সদস্যকে জানান যে তাঁর স্ত্রী পারুলের মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা ছিলনা। তাঁরা দুজনে ছেলেদের নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য সারাজীবন কঠিন পরিশ্রম করেছেন। তিনি বলেন যে সংসারকে ধরে রাখার জন্য পারুল তাঁর চেয়েও বেশী পরিশ্রম করেছেন। কমিশনের তদন্তের সময় পারুল মুন্ডার তিন ছেলে ও বৌমারা বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই ভানু মুন্ডার কঠোর শাস্তি চেয়েছেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভানু মুন্ডার স্ত্রী কবিতা মুন্ডার তিন সন্তানই জন্মাবার কিছুদিনের মধ্যে মারা গেলেও তিনিও এরূপ নিষ্ঠুর মাতৃহত্যার জন্য স্বামীর কঠোর শাস্তি চেয়েছেন। কবিতা মুন্ডা বর্তমানে আবার সন্তান সম্ভবা।

ভানু মুন্ডাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। কোর্টে তোলার পর বর্তমানে সে জেলে আছে। কেসটি তদন্ত করছেন এস আই শ্রীবিপিন দেববর্মা। কেইস নাম্বার ৮৭/০৯, ভারতীয় দন্ডবিধির ৩০২/২০১ ধারা, তারিখ ৩১/১০/০৯।

উপজাতি সমাজে হঠাৎ হঠাৎ এরকম বর্বর ঘটনা এখনও ঘটছে। এই কুসংস্কার থেকে সমাজকে সচেতন করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে মহিলা কমিশন নিরবচ্ছিন্নভাবে।

4/11/09